দৈনিক ইনকিলাব

JUN 24 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক ইনকিলাব ৯

কোটা প্রথা পিছিয়ে দিচ্ছে মেধাবীদের

বাংলাদেশে অনেক মেধাবী তরুণ রয়েছে যারা তাদের মেধার যোগ্য মূল্যায়ন পাচ্ছে না। অনেক মেধাবী বেকার সমস্যায় ভুগছে। কোন কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। যার ফলে তরুণ বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। অনেকে আবার বিভিন্ন কারণে ভাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। এরপর আবার যোগ হয়েছে বিভিন্ন কোটা প্রথা। এই কোটা প্রথার ফলে এ সমস্যা আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে। দেখা গেছে চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০%, জেলা কোটা ৫%, উপজাতি কোটা ১০% আবার মহিলা কোটা রয়েছে ১০%, প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়েদের কোটা রয়েছে ৬০% আর মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ অন্যান্য কোটা তো রয়েছেই।

আবার দেখা যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেলে ভর্তি হতে গেলেও রয়েছে কোটা প্রথা। এ কারণে অনেক তরুণ মেধাবী মুখ এসব জায়গায় পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এসব কোটার কারণে সত্যিকারের মেধাবীরা পিছিয়ে পড়ছে। যার ফলে দেশ অনেক মেধাবী লোক হারায় গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে। এই কোটা প্রথা নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম কিছু তরুণ মেধাবীদের সাথে। আসুন জেনে নিই তাদের মতামত ঃ

মাহবুবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ কোটা প্রথা আমাদের মেধাবীদের পিছিয়ে দিচ্ছে। দেখা যায় কোটা প্রথার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক অযোগ্য মেধাহীন লোক নিয়োগ পাচ্ছে। আমরা চাই না কোন অযোগ্য লোকের হাতে দেশীয় প্রশাসন চালিত হোক।

মাহদী হাসান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আমি অবশ্যই কোটা প্রথার বিরোধী। কারণ কোটা প্রথার ফলে সত্যিকারের মেধাবীরা উঠে আসতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে কোন মেধাবী যেখানে অল্প নম্বরের জন্য তার কাঙ্ক্ষিত পদটি পাচ্ছে না, সেখানে কোটা প্রথার ফলে অনেক মেধাহীন সে পদটি পেয়ে যাচ্ছে।

জগদীস চন্দ্র ভৌমিক, গণিত মাস্টার্স, ঢাকা কলেজ ঃ বিসিএস-এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে কোটা প্রথাকে আমি মেনে নিতে পারছি না। আমরা চাই বিসিএসটা হোক কোটা প্রথা ও প্রভাবমুক্ত। আমরা ২২তম বিসিএস-এ দেখেছি সেখানে ১৭৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৫ জনকেই নেয়া হয়েছে কোটার মাধ্যমে। এই যদি হয় অবস্থা, তবে মেধাবীরা দাঁড়াবে কোথায়?

এ্যানি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঃ আমি একজন মেয়ে হিসেবে মনে করি আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে থাকলেও এখন ইমপ্রুভ করতে শুরু করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোটা বিশেষ ভূমিকা রাখলেও আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে, কোন কিছু অতিরঞ্জিত যেন না হয়ে যায়। মেধা দিয়ে যেন মূল্যায়ন করা হয়।

আবু সালেহ মাহমুদ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ কোটা প্রথা একটা নীরব ঘাতক। এটা স্বজনপ্রীতি। এই স্বজনপ্রীতির ফলে মেধাবীরা দারুণভাবে পিছিয়ে পড়ছে। কোটার কারণে দেশ দক্ষ, মেধাবী জনশক্তি পাচ্ছে না। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কোটা প্রথা বাতিল করা উচিত।

আবু বকর সিদ্দীক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আমাদের দেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের দেশের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে হলে চাই মেধার যোগ্য মূল্যায়ন। আর এই মেধার মূল্যায়নে যদি কোন প্রকার প্রথার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা চাই চাকরি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, বিসিএসসহ সকল ক্ষেত্রে হোক কোটা প্রথামুক্ত। মেধার হোক যোগ্য বিকাশ।

❑ শফিকুল ইসলাম বাবু